ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 071 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৭১ ● কলকাতা ● ৩০ ফাল্গুন, ১৪৩২ ● রবিবার ● ১৫ মার্চ ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 230

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এই শ্রদ্ধাই তোমাকে ঐ অনুভব না এলেও ঐ কথার জ্ঞান করিয়ে দেবে।

দ্বিতীয়ত, আমার জীবনে আসা অনুভব ওরকমই তোমার জীবনেও আসবে এমন নয়, কারণ আমার জীবনের সময় আর তোমার জীবনে সময়ের ব্যবধান হবেই। কিন্তু জীবনের এক অনুভব যা আমাদের মূল্য না চুকিয়ে মিলেছে, তা পথ নির্দেশ করবে এমনও তো হতে পারে।

ক্রমশঃ

ব্রিগেড থেকে বড় প্রতিশ্রুতি মোদির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলার গরিব মানুষদের পাকা বাড়ির প্রতিশ্রুতি থেকে, বিনামূল্যে চিকিৎসা থেকে পরিষ্কার জল। এই দিনের বক্তৃতায় তিনি এমনই প্রতিশ্রুতির কথা টেনে আনেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "তৃণমূল ক্ষমতা থেকে সরলে গরিবরা পাকা বাড়ি পাবে, পরিষ্কার জল পাবে, বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবে। তৃণমূল ক্ষমতা থেকে গেলেই বাংলায় সুশাসন ফিরবে।"একই সঙ্গে এই দিন তৃণমূল সরকারকেও নিশানা করেন নরেন্দ্র মোদি। তৃণমূলের এসআইআর বিরোধিতার সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই কারণেই তৃণমূল এসআইআর-এর বিরোধিতা করে। যাতে এই অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দিতে চায় না। ভোটার লিস্ট শুদ্ধ না হয়ে যায়। এরা মৃত মানুষদেরও নাম মোছার বিপক্ষে। জনবিন্যাসের ভয়ঙ্কর বদল বাংলাকে আজ বাংলাকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দিয়েছে। এখন তো প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছে। বলছে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক আপনাদের শেষ করে

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

মোদির ব্রিগেড সমাবেশে ১ লক্ষ লোকের রান্না

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। তার মধ্যে আজ, শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্রিগেড সমাবেশ। বাংলার মাটিতেই এই সভা যখন হচ্ছে তখন রান্নার গ্যাসের বিপুল সমস্যায় মানুষজন ভুগছেন। লাইনে দাঁড়িয়ে হয়রানি থেকে শুরু করে রান্নার গ্যাস পেতে হেনস্থার শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ।এছাড়া তৃণমূল কংগ্রেস বারবার অভিযোগ তুলেছে, বিজেপি বাংলা বিরোধী। তাই তারা ক্ষমতায় এলে মাছ, মাংস, ডিম খেতে দেবে না বাঙালিকে। মাছে-ভাতে বাঙালি বলেই পরিচিত। সেখানে এবার দেখা গেল, প্রধানমন্ত্রীর ব্রিগেড সমাবেশে মাছ, মাংস, ডিম বাদ পড়েছে। সেখানে শুধুই রাখা হয়েছে-ভাত, সবজি, ডাল। তাই কর্মী, সমর্থকরা উৎসাহ হারাচ্ছে। কিন্তু ব্যবহৃত হচ্ছে দেদার রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার। তাই তৃণমূল কংগ্রেস এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছে, 'এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে শুধু বাংলা নয় বিজেপি আসলে গোটা দেশের জন্যই ক্ষতিকর। তাঁদের নেতারা সাধারণ মানুষের কথা ভাবেন না। যেখানে গ্যাস সিলিন্ডার না থাকার ফলে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন সাধারণ মানুষ, ছোট বড় রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে, তখন ব্রিগেড ময়দানে পুরোপুরি পিকনিক মুডে পদ্ম নেতা-কর্মী-সমর্থকরা। এটাই বিজেপির আসল চরিত্র।'এই আবহে ঢালাও রান্নাবান্না করা হয়েছে কর্মী-সমর্থকদের জন্য। দূর-দূরান্ত জেলা থেকে বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা হাজির হয়েছেন। আর তাদের জন্য ঢালাও রান্না করা হয়েছে। রান্নার গ্যাস পুড়িয়ে তা করা হয়েছে। রান্না করতে যথেচ্ছ সিলিন্ডার ব্যবহার করা হচ্ছে। যখন রাজ্যজুড়ে মানুষ গ্যাসের জন্য হাহাকার করছেন, বাণিজ্যিক গ্যাসের জোগান না মেলায় একের পর এক রেস্তোরাঁ বন্ধ হওয়ার পথে, তখন বিজেপি এত এলপিজি সিলিন্ডার পাচ্ছে কোথায় থেকে? এই প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এদিকে এখানে আগত কর্মী-সমর্থকদের জন্য যে রান্নার মেনু করা হয়েছে তাতে উৎসাহ হারাচ্ছে তারা। এত দূর থেকে এসে এই খাবার! এমন কথাও বলছে তারা। যেখানে কেন্দ্রে ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি সেখানে এমন সাধারণ খাবার কেন করা হল? এই নিয়ে প্রশ্ন তুলছের কর্মীরাই। অথচ তৃণমূল কংগ্রেস একুশে জুলাইয়ের সমাবেশে ডিম, ভাত করে থাকে। কোথাও আবার বিরিয়ানিও হয়। সেখানে বিজেপির মতো সর্বভারতীয় পার্টির সমাবেশে সাধারণ মেনু! অবাক সকলেই। তাই খাবারের জায়গায় ভিড় দেখা যাচ্ছে না। কিছু কর্মী অবশ্য ভ্রু কুঁচকে ওই খাবার খাচ্ছে বলেও সূত্রের খবর।

অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় পা রাখার আগে সারি সারি সিলিন্ডার ব্যবহার করে বিজেপি কর্মীদের জন্য চলছে দেদার রান্না। বেশ কিছু জায়গায় প্রাতঃরাশের আয়োজনও করা হয়েছে। একদিকে গ্যাসের জন্য লম্বা লাইন দিয়েছে আমজনতা, অপরদিকে এলপিজি সিলিন্ডারের যথেচ্ছ ব্যবহার বিজেপির। কিন্তু মেনুতে কী আছে? কেন উৎসাহ হারাচ্ছে কর্মী-সমর্থকরা। বিজেপি সূত্রে খবর, কর্মী-সমর্থকদের জন্য ঢালাও আয়োজন করা হয়েছে। ৩টি সেগমেন্টে রান্না হচ্ছে। মোট ১ লক্ষ লোকের রান্না করা হয়েছে। সেখানে রাখা হয়েছে-ভাত, সবজি, ডাল। যারা এখানে আসবে, তাদের জন্য এই মেনু রাখা হয়েছে। খাওয়া দাওয়া সেরে ব্রিগেড যাবে কর্মীরা। আর ফেরার পথে এখানে খাওয়া দাওয়া সেরে তারপর ট্রেনে উঠবে।

জল্পনার অবসান, 'বামপন্থী' নারায়ণ ডাক্তার ডিগবাজি খেয়ে 'রামপন্থী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আর জি কর আন্দোলনের সময়ে কোমর কষে তৃণমূল সরকারের 'ভাবমূর্তি কলুষিত' করতে ঝাঁপানোর অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। পরে ভোল বদলে তৃণমূল কংগ্রেসের ঘনিষ্ট হতে দেখা করেছিলেন কুণাল ঘোষের সঙ্গে। সেখানে পাত্তা না পেয়ে অবশেষে শনিবার নরেন্দ্র মোদির ব্রিগেড সভায় হাজির হলেন স্বঘোষিত বামপন্থী তথা 'অতি বিপ্লবী' চিকিৎসক নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপিতে তিনি যোগদান করছেন কিনা এই বিষয়ে রহস্য এখনও রয়ে গিয়েছে। তিনি এখনও এই বিষয়ে মুখ খোলেননি। তাঁর কথায়, কোনও সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যাওয়ার অর্থই দলে যোগ দেওয়া? কিন্তু অস্বীকারও করছেন না তিনি। সামনেই রয়েছে বিধানসভা নির্বাচন। বিভিন্ন স্তরের মানুষদের লড়াইয়ের ময়দানে নামাতে চাইছে গেরুয়া শিবির। সেখানেই নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যদি চিকিৎসক হিসেবে টিকিট পান তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।তৃণমূলের বক্তব্য, 'আরজি কর আন্দোলন যে সরকারকে বিপাকে ফেলার হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল তা বোঝা যাচ্ছে ছদ্মবেশী নারায়ণদের মুখোশ খোলায়।'

বাংলায় গত কয়েক বছর ধরেই রামপন্থীদের সঙ্গে বামপন্থীদের এক গোপন মধুচন্দ্রিমা চলছে। ওই গোপন যোগসাজশ নিয়ে

এরপর ৩ পাতায়

আসছেন প্রধানমন্ত্রী, তা-ও কেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর ব্যবহার নয়?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠান রয়েছে কলকাতায়। তা-ও গিরিশ পার্কের সংঘর্ষে কেন ব্যবহার করা হল না কেন্দ্রীয় বাহিনী? এবার সেই প্রশ্ন তুলে কমন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'বয়কট বিজেপি লেখা ফ্লেক্স দেখে বাস থেকে নেমে বিজেপি কর্মীরা ফ্লেক্সগুলো ছিঁড়ল। সেই ফ্লেক্সগুলো আবার যখন আমাদের দলের ছেলেরা লাগাচ্ছিল, তখন পরে অন্য একটি বাস থেকে নেমে বিজেপি কর্মীরা আমাদের কর্মী, সমর্থকদের মারল। এর পরেই আমরা প্রতিবাদ করি, রাস্তায় নামি। তখন আমার বাড়িতে এই ভাবে হামলা চালালো। পর পর বাস থেকে গুন্ডারা নেমে হামলা চালিয়েছে। আমাকেও মেরেছে ইট দিয়ে। এরা রাজনৈতিক কর্মী নয়, এরা গুন্ডা,

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

ব্রিগেড থেকে বড় প্রতিশ্রুতি মোদির

দেবে। সাংবিধানিক পদে বসে এমন হুমকি, কোটি কোটি বাঙালিকে শেষ করার কথা আপনার মুখে শোভা পায় না। আমি জানতে চাই, কারা তৃণমূল সরকারের ইশারায় কোটি কোটি মানুষকে শেষ করে দেবে? হুমকি, ধমকের এই রাজনীতিকে তৃণমূল নিজেদের অস্ত্র করে নিয়েছে। বাংলায় তৃণমূল কেমন ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে, গোটা দেশের জানা উচিত।'

এ বার পশ্চিমবঙ্গে সরকার বদল কেউ রুখতে পারবে না। তাঁর কথায়, ''কেউ কেউ ভয় দেখানোর চেষ্টা করবেন, কেউ কেউ বলবেন বদল সম্ভব নয়। কিন্তু মনে রাখুন মানুষ যখন ঠিক করে নেন, তখন ঠেকানোর কেউ থাকে না। বাংলার মানুষ যখনই ঠিক করে নেন, তখন ইতিহাস বদলে যায়। আজ ব্রিগেড দেখে সেই আত্মবিশ্বাস পাচ্ছি।'' একই সঙ্গে তিনি বলেন, ''এ বারের ভোট সরকার বদলের নয়, বাংলার আত্মাকে বাঁচানোর। ব্যবস্থা বদলের নির্বাচন, কাটমানি থেকে, ভয় থেকে মুক্তির নির্বাচন। আগত পরিবর্তনের জন্য সকলকে আগাম শুভেচ্ছা। পশ্চিমবঙ্গের জনগণের জয় হোক।''

(২ পাতার পর)

জল্পনার অবসান, 'বামপন্থী' নারায়ণ ডাক্তার ডিগবাজি খেয়ে 'রামপন্থী

দীর্ঘদিন ধরেই সরব তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা হাইকোর্টে সিপিএম ও বিজেপিপন্থী আইনজীবীদের জোট রয়েছে। বঙ্গ বিজেপি নেতাদের সুরে সুর মিলিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে আক্রমণ করতে দেখা গিয়েছে মহম্মদ সেলিম-সুজন চক্রবর্তীদের। দুই তরফের নেতাদের বক্তব্য যেন, 'মিলে সুর মেরা তুমহারা...'। আরজি কর আন্দোলনের সময়ে তৃণমূল সরকারকে উৎখাতের এক চেষ্টা চলেছিল। সরকার বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন সিপিএমপন্থী চিকিৎসক নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত কয়েকদিন ধরেই তিনি বিজেপির হয়ে সামাজিকমাধ্যমে গলা ফাটাতে শুরু করেছিলেন। তখনই জল্পনা শুরু হয়েছিল, এক সময়ের বামপন্থী নারায়ণের গেরুয়া চোলা পরা সময়ের অপেক্ষা। বেশ কয়েকদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট দেখা গিয়েছিল। সেখানে লেখা ছিল ডাক্তারবাবুকে ওয়েলকাম টু বিজেপি জানিয়ে মোদির সভায় আমন্ত্রণ জানানো হবে। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই পোস্টটি নিজের ওয়ালে শেয়ারও করেছিলেন। তারপর থেকেই জল্পনার সৃষ্টি হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে বামপন্থী ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত থাকার পর, বিজেপির সভায় তাঁর উপস্থিতি জল্পনার সৃষ্টি করে।

(২ পাতার পর)

আসছেন প্রধানমন্ত্রী, তা-ও কেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর ব্যবহার নয়?

খুনি। এরা নাকি বাংলা দখল করবে? বাসে করে ইট, বোতল, বোমা নিয়ে এসেছিল বিজেপি কর্মীরা।'লকাতা পুলিশের ভূমিকায় অসন্তোষপ্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। নরেন্দ্র মোদির ব্রিগেড সমাবেশের আগে বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষ ঘিরে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে গিরিশ পার্ক।এলারকায় পৌঁছয় পুলিশের বিরাট বাহিনী। এবার গিরিশ পার্কের ঘটনা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। কলকাতা পুলিশের পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে চাওয়া হল লিখিত রিপোর্ট। কলকাতায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ৩০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা আছে। তারপরও আজ কেন কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করা হল না? তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গিরিশ পার্ক। মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতে বিজেপি কর্মীরা পাথর ছুড়েছে, এই অভিযোগকে কেন্দ্র করেই উত্তেজনার সূত্রপাত। তৃণমূল এবং বিজেপি কর্মীদের দু'পক্ষই পরস্পরকে লক্ষ্য করে ইট ছোড়ে বলে অভিযোগ। পুলিশকে লক্ষ্য করেও ইট ছোড়ার অভিযোগ ওঠে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশের বিরাট বাহিনী। পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে যান। বিজেপি কর্মীদের অবশ্য পাল্টা দাবি, ব্রিগেডে যাওয়ার সময় বিজেপি কর্মীদের বাস, গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছুড়তে শুরু করে তৃণমূল কর্মী, সমর্থকরা। এই ঘটনায় দু'পক্ষেরই বেশ কয়েকজন আহত হন।

মন্ত্রী শশী পাঁজার অভিযোগ, বিনা প্ররোচনায় বিজেপি কর্মীদের মিছিল থেকে তাঁর বাড়িতে হামলা চালানো হয়। বাসের ভিতরে বিজেপি কর্মীরা ইট নিয়েও এসেছিল বলে অভিযোগ করেছেন শশী পাঁজা। তৃণমূল কর্মীদের মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তাঁর।

লাদাখে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনার সুবিধার্থে, সরকার সেখানে শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং পারস্পরিক আস্থার পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ ২০২৬

২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে শান্তিপ্রিয় শহর লেহ-তে উদ্ভূত গুরুতর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে লেহ-এর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের জারিকরা একটি আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে শ্রী সোনম ওয়াংচুককে জাতীয় নিরাপত্তা আইনের (এন এস এ) আওতায় আটক করা হয়। শ্রী সোনম ওয়াংচুক ইতিমধ্যে উক্ত আইনের আওতায় নির্ধারিত আটক করার আদেশের প্রায় অর্ধেক মেয়াদ অতিবাহিত করেছেন।

এই অঞ্চলের জনগণের চাহিদা ও উদ্বেগ নিরসনের লক্ষ্যে সরকার, লাদাখের বিভিন্ন শুভাকাঙ্ক্ষী এবং নানা সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে মতবিনিময় করে চলেছে। তবে, বর্তমানে চলতি 'বনধ' ও বিক্ষোভের পরিবেশ সমাজের শান্তিপ্রিয় জনগনের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে এবং শিক্ষার্থী, চাকরিপ্রত্যাশী, ব্যবসায়ী, ট্যুর অপারেটর ও পর্যটকসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এবং সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে।

লাদাখে শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং পারস্পরিক আস্থার পরিবেশ গড়ে তুলতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ । এই উদ্দেশ্য পূরণ করতে এবং যথাযথ বিবেচনার পর, সরকার জাতীয় নিরাপত্তা আইনের অধীনে প্রাপ্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে অবিলম্বে শ্রী সোনম ওয়াংচুকের আটক করার আদেশ প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

লাদাখের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সুরক্ষাকবচ প্রদানের বিষয়ে সরকার তার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছে। সরকার এই বিষয়ে আশাবাদী যে, উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির (হাই-পাওয়ারড কমিটি) কার্যপদ্ধতিসহ অন্যান্য উপযুক্ত মঞ্চের মাধ্যমে গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমেই এই অঞ্চলের সমস্যাগুলোর সমাধান হবে।

সম্পাদকীয়

কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বাংলাকে বঞ্চিত করার নেপথ্যে তৃণমূলই

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তুলে বারবার বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল। এদিকে, পাল্টা বিজেপি বারবার দাবি করে এসেছে, কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বাংলাকে বঞ্চিত করে রেখেছে তৃণমূল। শনিবার ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে সেই একই ইস্যুতে শান দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি মনে করিয়ে দিলেন, তৃণমূলের জন্যই বাংলার মানুষ কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।আর বাংলা ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে। তৃণমূল সরকারের আমলে নিয়োগ দুর্নীতি হচ্ছে। চাকরি খোলা বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। এখন সময় এসেছে বদলানোর।" মোদীর বক্তব্যের পাল্টা তৃণমূলের দাবি, বকেয়া টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। সায়নী ঘোষ বলেন, "দু লক্ষ কোটি টাকা বকেয়া বাংলার। আবাসের হাজার হাজার কোটি টাকা, মিড ডে মিলের টাকা আটকে রেখেছে।"তাঁর বক্তব্যে ফের উঠে এল একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কথা। মোদীর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় প্রকল্পকে আটকে রেখেছে তৃণমূল। বাংলার মানুষ কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তবে মোদীর গ্যারান্টি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে সব প্রকল্পের সুবিধা পাবেন বাংলার মানুষ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অভিযোগ, তৃণমূলের আমলে বাংলায় উন্নয়ন আটকে গিয়েছে। শিল্প-বাণিজ্যে একসময় বাংলা সবার আগে ছিল। কিন্তু এখন সবদিক থেকে পিছিয়ে। মোদী বলেন," বাংলায় এখন আমাদের সরকার নেই। তবু বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে বাংলায় বিকাশের কাজ করে চলেছে। এখনই আমি ১৮ হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলাম।" এরপরই কেন্দ্রীয় প্রকল্প আটকে রাখার অভিযোগ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন,"নির্মম সরকার বাংলার উন্নয়নে ব্রেক কষে রেখেছে। কেন্দ্রের সূর্যঘর প্রকল্প চালু করতে দিচ্ছে না। তৃণমূল চায় না বাংলার মানুষের বিদ্যুৎ বিল শূন্য হোক।

চা শ্রমিকরাও প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে না।" তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে জলজীবন প্রকল্পের কথা। মোদীর দাবি, জলজীবন প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে দেশবাসী। প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু, বাংলার মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে।

মোদী বলেন,"পাকা বাড়ি পাচ্ছে না কেউ। প্রকল্পের নাম বদলে দেওয়া হচ্ছে। আয়ুষ্মান প্রকল্পে ৫ লাখ টাকা করে পাচ্ছেন দেশের কোটি কোটি মানুষ। বিনামূল্যে চিকিৎসা হচ্ছে। কিন্তু, সেই প্রকল্প থেকে বাংলার মানুষকে বঞ্চিত করে রেখেছে তৃণমূল।" তবে, মোদীর গ্যারান্টি বাংলায় একদিন সুশাসন আসবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "তৃণমূল সরকারের পতন হলেই গরিবদের জন্য পাকা ঘর তৈরি শুরু হবে। এটা মোদীর গ্যারান্টি। বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে যাবে, বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হবে। বাংলায় সুশাসন আসবে।" দুর্নীতি ইস্যুতেও এদিন তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন,"বাংলা একসময় গোটা ভারতের বিকাশে ভূমিকা পালন করত। শিল্প-বাণিজ্যে সবার আগে ছিল বাংলা।...বাংলায় প্রথমে কংগ্রেস,পরে কমিউনিস্ট,এখন তৃণমূল... এসেছে। এরা শুধু পকেট ভরেছে।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(ষষ্ঠ পর্ব)

সুন্দরবন। অষ্টাদশ শতকে বৃহত্তর সুন্দরবনের সীমানা একসময় কলকাতা অবধি বিস্তৃত ছিল। তখনকার সুন্দরবনের আয়তন ছিল, বর্তমানের সুন্দরবনের প্রায় দ্বিগুণ।বন কেটে আবাদ ভূমি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবনের আয়তন সঙ্কুচিত হতে হতে আজকের জায়গায় এসে পৌঁছেছে। তবে আমরা স্বাধীনতার আগে যে সুন্দরবনকে দেখেছিলাম আজ সেই সুন্দরবন বিভক্ত দুটো ভাগে ভাগ হয়েছে। একদিকে বাংলাদেশ আরেকদিকে ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের দুই জেলা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আসামের গুয়াহাটিতে ১৯,৪৮০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন; দেশজুড়ে কোটি কোটি কৃষকের জন্য ১৮,০০০ কোটি টাকারও বেশি 'পিএম কিষাণ সম্মান নিধি' বিতরণ করলেন

নয়াদিল্লি: ১৩ মার্চ ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ আসামের গুয়াহাটিতে প্রায় ১৯,৪৮০ কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। গুয়াহাটিতে আয়োজিত এক বিশাল জনসমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী শহরবাসীকে তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। তিনি সারা দেশ থেকে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া কৃষকদের পাশাপাশি চা বাগানে কর্মরত ভাই-বোনেদেরও শুভেচ্ছা জানান। নবরাত্রি শুরুর প্রাক্কালে মা কামাখ্যার এই পুণ্যভূমিতে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য লাভ করায় প্রধানমন্ত্রী তাঁর গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। শ্রী মোদী বলেন, "নবরাত্রি শুরুর ঠিক আগে মা কামাখ্যার এই পুণ্যভূমিতে আপনাদের দর্শন পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, যা আমার কাছে এক পরম আশীর্বাদ।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, মা কামাখ্যার আশীর্বাদে জানান যে, আসামে বহুমুখী ১৯,৫০০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা করা প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও হয়েছে—যার পরিসর শক্তি উদ্বোধন কার্যক্রম সম্পন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে আসামকে

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দীর্ঘ সহস্র সহস্র বছরের আদিমাতৃগণের স্মৃতি আমাদের সাংস্কৃতিক অবচেতনে বহন করে এনেছে এই ভক্তিময়ী কালীর সামাজিক ও সমষ্টিগত উপাসনা, যা গুহ্য বিকৃতিকে প্রশমিত করেছে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় ১৮,৭০০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করেছেন

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় ১৮,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করেছেন। সমাবেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজ কলকাতার মাটি থেকে পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব ভারতের জন্য উন্নয়নের এক নতুন অধ্যায় লেখা হচ্ছে"।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে এই অনুষ্ঠানে সড়ক, রেলপথ এবং বন্দর পরিকাঠামো সম্পর্কিত ১৮,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং বিভিন্ন প্রকল্প জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এই প্রকল্পগুলি পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব ভারতে নতুন গতি সঞ্চার করবে, বাণিজ্য ও শিল্পকে উৎসাহিত করবে এবং নতুন সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে সহজ করে তুলবে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে খড়গপুর-মোরগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ের কাজ শেষ হলে পশ্চিমবঙ্গের অনেক অংশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করবে। তিনি দুবরাজপুর বাইপাস এবং কংসাবতী ও শিলাবতী নদীর উপর নির্মিত প্রধান সেতুগুলির কথাও উল্লেখ করেন। এগুলি যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করবে। শ্রী মোদী বলেন "এই রূপান্তরমূলক প্রকল্পগুলির জন্য আমি পশ্চিমবঙ্গ এবং সমগ্র পূর্ব ভারতের জনগণকে অভিনন্দন জানাই"।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে ভারতীয় রেলের আধুনিকীকরণের জন্য দেশজুড়ে একটি জোরদার প্রচার চালানো হচ্ছে এবং পশ্চিমবঙ্গ যেন এই অভিযানে পিছিয়ে না থাকে সরকার সেজন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। তিনি বলেন কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে রেল পরিকাঠামোর দ্রুত সম্প্রসারণ করছে। কলাইকুন্ডা-কানিমহুলি শাখায় স্বয়ংক্রিয় ব্লক সিগন্যালিং সিস্টেম জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে। শ্রী মোদী বলেন "এই উদ্যোগগুলি ব্যস্ত রেল পথের ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে, ভ্রমণকে নিরাপদ করবে এবং যাত্রীদের জন্য গতি ও সুবিধা বৃদ্ধি করবে"। প্রধানমন্ত্রী কামাখ্যাগুড়ি, আনারা, তমলুক, হলদিয়া, বীরভূম এবং সিউড়ি এই ছয়টি স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন হিসেবে উদ্বোধনের কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন বাংলার মহান সংস্কৃতি এখন এই স্টেশনগুলিতে আরও উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে এবং আরও বেশ কয়েকটি স্টেশন পুনর্নির্মাণের কাজ চলছে। পুরুলিয়া এবং আনন্দ বিহার টার্মিনালের মধ্যে একটি নতুন এক্সপ্রেস ট্রেন পরিষেবারও উদ্বোধন করা হয়েছে। শ্রী মোদী বলেন "এই ট্রেন পরিষেবা থেকে কেবল পশ্চিমবঙ্গের জনগণই নয়, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লির জনগণও উপকৃত হবেন"।

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে সড়ক ও রেল সংযোগের মতো বন্দর এবং জল পরিবহনও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি বলেন, কয়েক দশক ধরে, পূর্ব ভারতের এই বিশাল সম্ভাবনাকে মূলত অবহেলিত রাখা হয়েছিল। কিন্তু আজ, জলপথ, রাস্তা ও শিল্প অগ্রগতির জন্য নতুন পথ খুলে দেওয়া দিচ্ছে। এদিকে লক্ষ্য রেখেই, গুরুত্বপূর্ণ বন্দর পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির ভিত্তিপ্রস্তরস্থাপন এবং উৎসর্গ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে কলকাতা এবং হলদিয়া বন্দর দীর্ঘদিন ধরে পূর্ব ভারতে বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র এবং হলদিয়া ডক কমপ্লেক্সের যান্ত্রিকীকরণ কার্গোর কাজকর্মকে ত্বরান্বিত করবে, বন্দরের ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং বাণিজ্যের জন্য নতুন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে। এছাড়াও, কলকাতা ডক সিস্টেমে বাসকুল ব্রিজের সংস্কার এবং খিদিরপুর ডকে কার্গো হ্যান্ডলিং ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজও করা হচ্ছে। শ্রী মোদী বলেন"এই সমস্ত প্রকল্প পূর্ব ভারতের সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে"।

পরিশেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে সড়ক, রেলপথ এবং বন্দর সম্পর্কিত নতুন প্রকল্পগুলি পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি

এরপর ৬ পাতায়

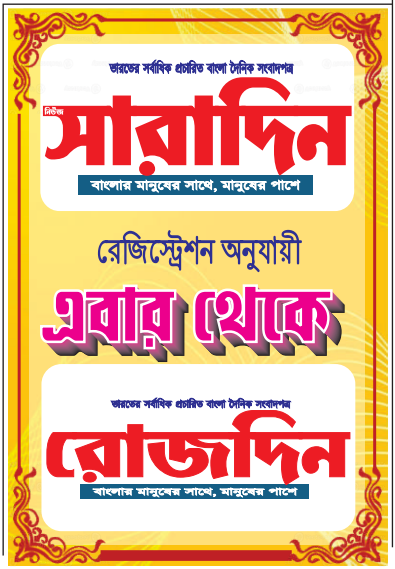

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

(৪ পাতার পর)

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আসামের গুয়াহাটিতে ১৯,৪৮০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন; দেশজুড়ে কোটি কোটি কৃষকের জন্য ১৮,০০০ কোটি টাকারও বেশি 'পিএম কিষাণ সম্মান নিধি' বিতরণ করলেন

স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্য থেকে শুরু করে আসামে আগত যাত্রীদের যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধির কাজ পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে, আজকের দিনটি দেশের কৃষকদের এবং আসামের চা বাগানের শ্রমিকদের জন্যও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন। শ্রী মোদী সমবেত জনতাকে জানান যে, 'পিএম কিষাণ সম্মান নিধি' প্রকল্পের আওতায় ১৮,০০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ সারা দেশের কোটি কোটি 'অন্নদাতা'র (কৃষকের) ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আরও তুলে ধরেন যে, আসামের চা বাগানের সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য পরিবারের মধ্যে জমির পাট্টা (স্বত্বপত্র) বিতরণ করা হয়েছে। শ্রী মোদী বলেন, "আমি আসামের জনগণকে, এখানকার প্রত্যেক পরিবারকে এবং সারা দেশের কৃষকদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।"

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, মা কামাখ্যার এই পবিত্র ভূমি থেকে আয়োজিত এই কর্মসূচির সঙ্গে সারা দেশের কৃষকরা যুক্ত রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান যে, কোটি কোটি কৃষক ইতিমধ্যেই তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 'পিএম কিষাণ নিধি'র অর্থ জমা হওয়ার নিশ্চিতকরণ বার্তা (মেসেজ) পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী এই প্রকল্পটিকে সত্যিই অসাধারণ হিসেবে বর্ণনা করেন। শ্রী মোদী স্মরণ করিয়ে দেন যে, এঁরাই সেই কৃষক ভাই-বোনেরা, যাঁদের অধিকাংশেরই ২০১৪ সালের আগে নিজস্ব কোনো মোবাইল ফোন কিংবা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল না। প্রধানমন্ত্রী সমবেত জনতাকে জানান যে, এখন পর্যন্ত এই ধরনের কোটি কোটি কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৪.২৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি অর্থ জমা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, শুধুমাত্র আসামেই প্রায় ১৯ লক্ষ কৃষক এখন পর্যন্ত প্রায় ৮,০০০ কোটি টাকা সহায়তা পেয়েছেন। শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, "এটি এমন একটি বিষয় যার সমকক্ষ বিশ্বের উন্নত দেশগুলোও হতে পারে না; মাত্র একটি ক্লিকের মাধ্যমেই কোটি কোটি কৃষকের কাছে সরাসরি অর্থ পৌঁছে যায়।"

শ্রী মোদী বলেন, "আজ, 'সম্মান নিধি' প্রকল্প দেশের ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষার একটি মাধ্যম হয়ে উঠেছে,"। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে, বর্তমান সরকারের কাছে কৃষকদের কল্যাণের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই। তিনি উল্লেখ করেন যে, গত ১০ বছরে কৃষকরা ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) হিসেবে ২০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি অর্থ পেয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী জানান যে, গত ১১ বছরে বর্তমান সরকার দেশের কৃষকদের ঘিরে একটি শক্তিশালী সুরক্ষাবলয় গড়ে তুলেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী তুলে ধরেন যে—তা এমএসপি-ই হোক, বা সাশ্রয়ী ঋণ, শস্য বিমা কিংবা 'পিএম কিষাণ সম্মান নিধি'—এই প্রকল্পগুলো কৃষকদের জন্য এক বিশাল সহায়তা-ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন যে, সরকার অত্যন্ত সতর্ক ছিল যাতে আন্তর্জাতিক সংকটের প্রভাব কৃষি ও চাষাবাদের ওপর না পড়ে। শ্রী মোদী স্মরণ করিয়ে দেন যে, কোভিড মহামারি এবং পরবর্তী যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে সারের দাম বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে এবং বিদেশি বাজার থেকে সার সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে, এই সংকট থেকে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সম্ভাব্য সব ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, আন্তর্জাতিক বাজারে এক বস্তা ইউরিয়ার দাম যেখানে ৩,০০০ টাকা, সেখানে সরকার ভারতীয় কৃষকদের তা মাত্র ৩০০ টাকায় সরবরাহ করেছে।শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, "বৈশ্বিক সারের মূল্যবৃদ্ধির বোঝা যাতে আমাদের কৃষকদের ওপর না পড়ে, তা নিশ্চিত করতে সরকার নিজস্ব কোষাগার থেকে ১২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি অর্থ ব্যয় করেছে,"।

প্রধানমন্ত্রী বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরে বলেন যে, গত এক দশকে বর্তমান সরকার আত্মনির্ভরশীলতার লক্ষ্যে এক বিশাল উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান যে, বাহ্যিক সংকট থেকে কৃষিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই আত্মনির্ভরশীলতাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী পর্যবেক্ষণ করেন যে, স্বাধীন ভারতে বারবার এমনটা দেখা গেছে যে—বিশ্বের অন্য প্রান্তে যুদ্ধ কিংবা সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটলে ভারতীয় কৃষকদের চরম ভোগান্তির শিকার হতে হতো; কখনো সারের দাম আকাশচুম্বী হতো, আবার কখনো ডিজেল ও জ্বালানির দাম ব্যাপকভাবে বেড়ে যেত।

প্রধানমন্ত্রী জানান যে, সরকারের লক্ষ্য হলো কৃষিকাজকে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করা, কৃষকদের সেচের নতুন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত করানো এবং শস্য উৎপাদনও যাতে এর সুফল পায়, তা নিশ্চিত করা। প্রধানমন্ত্রী মোদী উল্লেখ করেন যে, এই উদ্দেশ্যেই সরকার ' পার ড্রপ মোর ক্রপ' (প্রতি ফোঁটায় অধিক ফসল) নীতি গ্রহণ করেছে এবং কৃষকদের কাছে 'ড্রিপ' ও 'স্প্রিংকলার'-এর মতো অণুবিন্দু সেচ প্রযুক্তি পৌঁছে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরেন যে, এর ফলে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং একই সঙ্গে চাষাবাদের খরচও হ্রাস পেয়েছে। শ্রী মোদী জানান যে, ডিজেলের পেছনে কৃষকদের ব্যয় কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার বর্তমানে কৃষিজমিগুলোকে সৌর পাম্পের সঙ্গে সংযুক্ত করার কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, কেন্দ্রের চালু করা 'কুসুম যোজনা'টি ঠিক এই উদ্দেশ্যেই প্রণয়ন করা হয়েছে। শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, "আজ অনেক কৃষক কেবল সৌর পাম্পের সাহায্যে সেচই দিচ্ছেন না, বরং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছেন এবং অর্থও উপার্জন করছেন।"

ক্রমশঃ

(৫ পাতার পর)

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় ১৮,৭০০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করেছেন

আধুনিক ভবিষ্যতের পথ প্রশস্ত করছে। তিনি বলেন এই প্রকল্পগুলির সুবিধা কৃষক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, শিক্ষার্থী এবং সমাজের প্রতিটি অংশের মানুষের কাছে পৌঁছাবে। পর্যটনের মতো ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ তৈরি হবে এবং স্থানীয় শিল্প ও পরিষেবা নতুন গতি পাবে। প্রধানমন্ত্রী ভারতকে পথ দেখানোর ক্ষেত্রে বাংলার ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা স্মরণ করেন। তিনি আধুনিক পরিকাঠামো ও শক্তিশালী যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি উন্নত বাংলার ভিত্তি তৈরি করবে বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। শ্রী মোদী বলেন, " যে বাংলা, সর্বদা ভারতকে পথ দেখিয়েছে,তা আবারও 'বিকশিত বাংলা' হয়ে ওঠার হৃত গৌরব অর্জন করবে এই আমাদের সঙ্কল্প"।

সিনেমার খবর

রজনীকান্তের ছবিতে শাহরুখের ক্যামিও চূড়ান্ত, এলো ভেতরের খবর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে ভারতীয় চলচ্চিত্রপ্রেমীদের জন্য। নেলসন দিলীপকুমারের আসন্ন ব্লকবাস্টার 'জেলার ২' ছবিতে একই ফ্রেমে দেখা যাবে বলিউডের কিংবদন্তি শাহরুখ খান এবং দক্ষিণ ভারতের সুপারস্টার রজনীকান্তকে।

যদিও নির্মাতাদের পক্ষ থেকে এখনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি, তবে মালয়ালম মহাতারকা মোহনলালের ব্যক্তিগত স্টাইলিস্ট জিশাদ শামসুদ্দীনের একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট এই জল্পনায় সিলমোহর দিয়ে দিয়েছে।

জিশাদ সম্প্রতি নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শাহরুখ, রজনীকান্ত, মোহনলাল এবং শিব রাজকুমারের একটি এআই-প্রস্তুত ছবি শেয়ার করেন। সেখানে তিনি তামিল ভাষায় 'কান্ডিপ্পা ইরুক্কুম' অর্থাৎ 'অবশ্যই এটি ঘটবে' লিখে ভক্তদের উচ্ছ্বাস কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এই মেগা প্রজেক্টে শাহরুখের উপস্থিতি নিয়ে গুঞ্জন নতুন নয়। গত বছরের শেষ দিকে বর্ষীয়ান অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী একটি সাক্ষাৎকারে অজান্তেই এই বড় খবরটি ফাঁস করে দিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন যে, 'জেলার ২' ছবিতে রজনীকান্ত, মোহনলাল, শাহরুখ খান এবং শিব রাজকুমারের মতো তারকারা সবাই তার চরিত্রের বিরুদ্ধে একজোট হবেন। এই তথ্য থেকে এটিও স্পষ্ট যে, ছবিতে মিঠুন চক্রবর্তীকে প্রধান খলনায়কের ভূমিকায় দেখা যেতে পারে।

প্রথম কিস্তিতে মোহনলাল এবং শিব রাজকুমারের ক্যামিও চরিত্রগুলো ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, যার ফলে সিক্যুয়েলে তাদের ফেরা নিশ্চিত ছিল। এবার সেই তালিকায় 'পাঠান' তারকার সংযোজন ছবিটিকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সিনেমার ইতিহাসে এটিই হতে চলেছে শাহরুখ ও রজনীকান্তের প্রথম সরাসরি পর্দায় উপস্থিতি। এর আগে ২০১১ সালে 'রা-ওয়ান' ছবিতে রজনীকান্তের 'চিট্টি' চরিত্রের একটি বিশেষ উপস্থিতি থাকলেও, শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি নিজে সেটির শুটিং করতে পারেননি বলে জানা যায়। এ ছাড়া 'চেন্নাই এক্সপ্রেস' ছবিতেও শাহরুখ তাকে গানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন।

দীর্ঘ সময়ের এই অপেক্ষা এবার সার্থক হতে চলেছে নেলসনের হাত ধরে। জল্পনা শোনা যাচ্ছে যে, বিজয় সেতুপতিকেও এই ছবিতে একটি বিশেষ চরিত্রে দেখা যেতে পারে। সবকিছু ঠিক থাকলে এই গ্রীষ্মেই প্রেক্ষাগৃহে ঝড় তুলতে আসছে বছরের অন্যতম প্রতীক্ষিত এই সিনেমাটি।

'চিকনি চামেলি'র মতো গান আর গাইতে চান না শ্রেয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী শ্রেয়া ঘোষাল সম্প্রতি তার ক্যারিয়ারের অন্যতম হিট গান 'চিকনি চামেলি' এবং এই ধরনের আবেদনময়ী গান গাওয়া নিয়ে মুখ খুলেছেন। এক পডকাস্টে তিনি জানান, এই গানটি গেয়ে তিনি মোটেও লজ্জিত নন, তবে বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি আর এমন কোনো গানে কণ্ঠ দিতে চান না।

শ্রেয়া স্পষ্ট করেন যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গানের কথা ও বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি অনেক বেশি সচেতন হয়েছেন। অতীতে যখন তিনি এই গানটি গেয়েছিলেন, তখন অনেক শব্দের গভীর অর্থ বোঝার মতো পরিপক্বতা তার ছিল না। কিন্তু এখন তিনি মনে করেন, একজন শিল্পীকে তার কাজের দায়ভার আজীবন বহন করতে হয়।

পডকাস্টে শ্রেয়া আরও জানান, 'চিকনি চামেলি' জনপ্রিয় হওয়ার পর তার কাছে এমন অনেক গানের প্রস্তাব এসেছিল যার শব্দচয়ন ছিল অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ এবং নারীদের পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করার মতো। উদাহরণ হিসেবে তিনি জানান, তার এক সুরকার বন্ধু একবার তাকে এমন এক গানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন যার কথা ছিল অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ, যা শুনে তিনি লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তা প্রত্যাখ্যান করেন।

শ্রেয়ার মতে, আবেদনময়ী হওয়া আর কাউকে স্থূলভাবে উপস্থাপন করার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম রেখা রয়েছে, যা বজায় রাখা জরুরি।

গত বছর লিলি সিং-এর সঙ্গে এক আড্ডাতেও শ্রেয়া একই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন, যার ফলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাকে ট্রোলিংয়ের শিকার হতে হয়। নেটিজেনদের একাংশ তাকে 'ভণ্ড' বলে কটাক্ষ করেন এই কারণে যে, তিনি একদিকে এই ধরনের গান গাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করছেন, আবার কনসার্টে সেই গানটিই পরিবেশন করছেন।

এর জবাবে শ্রেয়া বলেন, আমি গানটিকে ভালোবাসি এবং এটি আমারই গান, তাই আমি এটি অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু যখন ছোট ছোট শিশুরা এই গানের অর্থ না বুঝে আমার সামনে পারফর্ম করে, তখন আমি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করি।

বর্তমানে শ্রেয়া তার 'দ্য আনস্টপেবল ওয়ার্ল্ড ট্যুর' নিয়ে ব্যস্ত আছেন এবং সম্প্রতি আমাল মালিকের সঙ্গে তার 'ইয়াহিন গুজার দুন' গানটি বেশ প্রশংসিত হয়েছে।

অবসরে যেতে চাওয়া সুপারহিরোর বেশে সালমান, রাজ ও ডিকের নতুন চমক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড সুপারস্টার সালমান খান এবার পর্দায় ফিরছেন একেবারে ভিন্ন এক অবতারে। 'সিকান্দার' এবং 'ব্যাটল অব গালওয়ান'-এর পর ভাইজান এবার হাত মেলাতে চলেছেন জনপ্রিয় পরিচালক জুটি রাজ নিডিমোরু এবং কৃষ্ণ ডিকের (রাজ ও ডিকে) সঙ্গে।

সব ঠিক থাকলে একটি উচ্চ-ধারণার 'সুপারহিরো কমেডি' ছবিতে দেখা যাবে তাকে, যেখানে অ্যাকশনের পাশাপাশি থাকবে পরিচালকদের সিগনেচার স্টাইল বা অদ্ভুতুড়ে রসবোধ।

বলিউড হাঙ্গামার এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই ছবিতে সালমানকে দেখা যাবে এমন একজন সুপারহিরোর ভূমিকায়, যিনি বছরের পর বছর বিশ্ব রক্ষা করতে করতে ক্লান্ত এবং নিজের পোশাক তুলে রেখে অবসর নিতে চান। কিন্তু ভাগ্য এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না; বারবার তাকে টেনে আনা হয় লড়াইয়ের ময়দানে, যা শেষ পর্যন্ত এক বিশাল সংঘাতের রূপ নেয়।

পরিচালক জুটি বর্তমানে সালমানের ব্যক্তিত্বের কথা মাথায় রেখেই চিত্রনাট্য সাজাচ্ছেন। তবে এই প্রজেক্টের ক্ষেত্রে সালমানের প্রধান শর্ত হলো বাজেট। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, এই মুহূর্তে তিনি খুব বেশি ব্যয়বহুল কোনো সুপারহিরো সিনেমা করতে আগ্রহী নন, তাই রাজ ও ডিককে সঠিক বাজেটের মধ্যে থেকে গল্পটি তৈরির পরামর্শ দিয়েছেন।

আগামী এপ্রিলে সালমানকে এই ছবির চূড়ান্ত বর্ণনা শোনানোর কথা রয়েছে। সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী চললে চলতি বছরের নভেম্বরেই শুরু হবে এই ছবির শুটিং। ছবিটি যৌথভাবে প্রযোজনা করবে মৈত্রী প্রোডাকশনস এবং রিল লাইফ এন্টারটেইনমেন্ট।

এদিকে, সালমানের হাতে থাকা অন্য একটি বড় প্রজেক্ট হলো 'ব্যাটল অব গালওয়ান'। ২০২০ সালের ভারত-চীন সামরিক সংঘর্ষের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত এই বায়োপিকে তিনি কর্নেল বিক্রমাল্লা সন্তোষ বাবুর চরিত্রে অভিনয় করছেন। অপূর্ব লাখিয়া পরিচালিত এই যুদ্ধভিত্তিক ড্রামাটির শুটিং শেষে বর্তমানে পোস্ট-প্রডাকশনের কাজ চলছে। মাঝে বাবা সেলিম খানের অসুস্থতার কারণে কিছুদিন শুটিং থেকে বিরতি নিলেও, এখন তিনি পূর্ণ উদ্যমে কাজে ফিরেছেন। গালওয়ান সংঘর্ষের বীরত্ব ও ত্যাগের গল্প নিয়ে নির্মিত এই ছবিতে চিত্রাঙ্গদা সিংকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে।

আফগানিস্তানের নতুন টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক ইব্রাহিম জাদরান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সম্প্রতি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ব্যর্থতার কারণে আফগানিস্তানের অধিনায়কের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে রাশিদ খানকে। নতুন টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক করা হয়েছে ওপেনার ব্যাটসম্যান ইব্রাহিম জাদরানকে।

বৃহস্পতিবার শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আসন্ন সিরিজের দল ঘোষণার সময় আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি) এ তথ্য নিশ্চিত করে।

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সুপার এইটে উঠতে ব্যর্থ হওয়ার পর থেকেই রশিদের নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা চলছিল। শ্রীলঙ্কা সিরিজ শুরুর মাত্র এক সপ্তাহ আগে এসিবি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে সহ-অধিনায়ক ইব্রাহিম জাদরানকে মূল দায়িত্বে নিয়ে এলো।

এ ছাড়া স্কোয়াডেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিশ্বকাপের দলে থাকা ফজলহক ফারুকি, গুলবাদিন নাইব

এবং মোহাম্মদ ইশাককে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি, কোনো সংস্করণেই রাখা হয়নি।

টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডে ডাক পেয়েছেন টপ-অর্ডার উইকেটকিপার ব্যাটার নূর রহমান, অলরাউন্ডার শরাফউদ্দিন আশরাফ এবং বাঁহাতি পেসার ফরিদ আহমেদ। অন্যদিকে, ওয়ানডে দলে ফিরেছেন ফরিদ আহমেদ মালিক এবং প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন জিয়া উর রহমান শরিফি।

আগামী ১৩, ১৫ ও ১৭ মার্চ টি-টোয়েন্টি সিরিজ ও ২০, ২২ ও ২৫ মার্চ ওয়ানডে সিরিজ অনুষ্ঠিত হবে।

সিরিজটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহ ও দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান সামরিক পরিস্থিতির কারণে কিছুটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এসিবি জানিয়েছে, তারা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং এমিরেটস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) সাথে আলোচনা চালাচ্ছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড

ইব্রাহিম জাদরান (অধিনায়ক), রহমানুল্লাহ গুরবাজ (উইকেটকিপার), নূর রহমান, সেদ্দিকুল্লাহ আতাল, দরবেশ রসুলি, শহীদুল্লাহ কামাল, আজমতুল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবী, শরাফউদ্দিন আশরাফ, রশিদ খান, নূর আহমদ, মুজিব উর রহমান, জিয়া উর রহমান শরিফি, ফরিদ আহমেদ মালিক এবং আব্দুল্লাহ আহমেদজাই।

ওয়ানডে স্কোয়াড

হাশমতুল্লাহ শাহিদি (অধিনায়ক), রহমত শাহ (সহ-অধিনায়ক), রহমানুল্লাহ গুরবাজ, ইকরাম আলিখিল, ইব্রাহিম জাদরান, সিদ্দিকুল্লাহ আতাল, দরবেশ রসুলি, আজমতুল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবী, রশিদ খান, নাঙ্গিয়াল খারোটি, এএম গজানফর, জিয়া উর রহমান শরিফি, ফরিদ আহমেদ মালিক এবং বিলাল সামি।

সাজা কমানোর পরও ১৫ মাসের কারাদণ্ড ম্যাগুয়েরের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘ ছয় বছরের আইনি প্রক্রিয়ার পর গ্রিসের সিরোস দ্বীপে হ্যারি ম্যাগুইয়ারের নামে করা মামলার পুনঃবিচার সম্পন্ন হয়েছে। এর আগে ২০২০ সালে মাইকোনোস দ্বীপে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি ও ঘুষ দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে তাকে ২১ মাস ১০ দিনের স্থগিত সাজা দেওয়া হয়েছিল। নতুন রায়ে সেই শাস্তির মেয়াদ কিছুটা হ্রাস পেল।

গ্রিসের আদালত বুধবার পুনর্বিচার শেষে তাকে অগুরুতর হামলা, গ্রেপ্তার প্রতিরোধ ও ঘুষের চেষ্টার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে। তবে অভিযোগের মাত্রা কম বিবেচনায় আগের চেয়ে সাজাও কমানো হয়েছে।

২০২০ সালে প্রথম রায়ে ম্যাগুয়েরকে ২১ মাস ১০ দিনের সাজা দেওয়া হয়েছিল। পরদিনই তার আইনজীবীরা আপিল করলে গ্রিক আইনে আগের রায় বাতিল হয়ে যায় এবং পূর্ণ পুনর্বিচারের নির্দেশ হয়।

পুনর্বিচার ২০২৩ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে চারবার পিছিয়েছে। অবশেষে সাইরোসে শুনানি শুরু হয়ে এ সপ্তাহে শেষ হয়।

বিবিসি স্পোর্ট জানিয়েছে, ম্যাগুয়ের সব অভিযোগ অস্বীকার করছেন। তিনি গ্রিসের সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার পরিকল্পনা করছেন। আদালতের বাইরে সমঝোতার সুযোগ থাকলেও নিজের নাম আইনি পথে পরিষ্কার করতেই লড়ছেন তিনি।

৩২ বছর বয়সী এই ডিফেন্ডার বর্তমানে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের স্কোয়াডে আছেন। বুধবার প্রিমিয়ার লিগে নিউক্যাসলের বিপক্ষে ম্যাচেও দলে রয়েছেন তিনি। এর আগে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে ম্যাচে অসুস্থতার কারণে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল তাকে।

অস্ট্রেলিয়ার বর্ষসেরা ঘরোয়া ক্রিকেটার হলেন লাবুশান

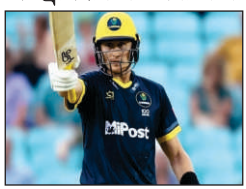

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কুইন্সল্যান্ডের হয়ে দুর্দান্ত এক মৌসুম কাটানোর পর মার্নাস লাবুশান অস্ট্রেলিয়ার বর্ষসেরা একদিনের ঘরোয়া খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি নিউ সাউথ ওয়েলসের ব্যাটসম্যান কার্টিস প্যাটারসনের চেয়ে তিনি এক ভোট পেয়ে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

৩১ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান একদিনের এক মৌসুমে চারটি সেঞ্চুরি করা মাত্র চতুর্থ ব্যাটসম্যান। বাকি তিন ব্যাটসম্যান হলেন, ফিল জ্যাকস, ব্র্যাড হজ এবং ড্যানিয়েল হিউজেস। লাবুশান মাত্র ছয় ইনিংসে ৪৬৮ রান করে ৪টি সেঞ্চুরি করেছেন। তিনি ৯৬.৪৯ স্ট্রাইক রেট নিয়ে ৭৮ গড়ে ব্যাট করেছেন। ফাইনালিস্ট তাসমানিয়া এবং নিউ সাউথ ওয়েলসের বিপক্ষে তিনি সেঞ্চুরি করেছেন।

এছাড়াও বোল হাতে তিনি নিউ সাউথ ওয়েলসের বিপক্ষে ২৬ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন এবং ভিক্টোরিয়া এবং দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আরও দুটি সেঞ্চুরি করেছেন।

ভোটে লাবুশান ২০ ভোট এবং নিউ সাউথ ওয়েলসের কার্টিস প্যাটারসনের পেয়েছেন ১৯ ভোট। সাত ইনিংসে তিনি তিনটি সেঞ্চুরি এবং দুটি অর্ধশতক করেছেন।

তাসমানিয়ার বিউ ওয়েবস্টার ১২টি ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন, যেখানে টিম ওয়ার্ড এবং ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার জোয়েল কার্টিস ১০টি করে ভোট পেয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন।

মাঠের উভয় আম্পায়ারই ভোট দেন, যারা প্রত্যেকে ৩-২-১ ভোট দেন। একজন খেলোয়াড় প্রতি ম্যাচে সর্বোচ্চ ছয়টি ভোট পেতে পারেন, আগের বছরগুলোতে আম্পায়াররা একসঙ্গে ভোট দেওয়ার সময় এর বিপরীতে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR